কৌরব অনলাইন ৬৬
৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫

আদিদেব মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

নষ্ট চাঁদ

বারান্দার দরজা খুলতেই পা হড়কে গেল। গভীর খাদ, যদিও মরলে না। এমনকি চোটও লাগেনি। জমজমাট মেলার মাঠের ঠিক মাঝখানে তুমি। "আরে, বিধুশেখর না?" বন্ধুও তোমাকে দেখে একগাল হাসল। "আজ রাত্তিরটা আমার ওখানেই কাটাবি", সহৃদয় ভাবে বলেছে। তার বাড়িতে গিয়ে উঠলে, ভালোই আদরযত্ন হল, কিন্তু খেতে বসে বারবার ঢুলে পড়ছিলে কেন কে জানে।

অনেক রাতে, যখন সমস্ত নিশ্চুপ, টের পেলে: দরজাটা কে যেন ঠেলছে। "গেলে কিন্তু বিপদ", নিজেকে এই বলে সাবধান করেছ। কিন্তু কোথায় পালাবে? "বরং খাটের তলায়...!" হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেছ: বন্ধুও ঘাপটি মেরে ব'সে। তোমাকে দেখে ইশারায় চুপ থাকতে বলল।

"তবে সকলেই কি এখানে...?" তোমার রক্ত জমে বরফ। অদূরে বন্ধুর বউ ঠোঁট নেড়ে কী জানি বলছে। ওর ছক বুঝতে পারলে। গলা টিপেই মেরেছ, তবে সাবধানে। গোড়ালি থেকে কালো জল শুরু হয়েছে, বন্ধুর বউ শাড়িটা একটু তুলল। দেখাদেখি তুমিও পাজামা গুটিয়ে নিলে।

এখন বুক অবধি। হাত দিয়ে ঢেউ সরিয়ে এগোচ্ছ। বাড়িগুলো ভেসে যাচ্ছে এপাশে ওপাশে। বন্ধুর বউ নৌকায়: কিন্তু কখন চড়ল? উলু দিচ্ছে সুর ক'রে। সাথে অন্য মেয়েরাও। মুখ ঘুরিয়ে তুমিও দেখলে, মেলার নাগরদোলা ভাসতে ভাসতে এদিকেই আসছে আর খুশি লুকোতে না পেরে মাথাটা নাড়ছে তো নাড়ছে তো নাড়ছেই!

জাতক উবাচ

যখন চিৎকার করে ওঠে সেই যুবক, "জেরুশালেম! জেরুশালেম!" তার ফুলে-ওঠা রগ, রক্তাভ চোখ আর কষে গে*জে-ওঠা থুতু দেখতে আমার ভুল হয় না, "তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে! শেষ বিচারের দিনে এমনকি সোদম ও গোমরাহ নগরীর দশাও তোমার চাইতে সহনীয় হবে!" ওই জনতায় আমিও ছিলাম মুখহীন একজন।

সেই ন্যাংটো সাধুকেও মনে পড়ে: দেবীমূর্তির গায়ে যে পেচ্ছাপ করে দিয়েছিল আর কৈফিয়ত হিসেবে সেই পেচ্ছাবে আঁক কেটে লিখেছিল 'গঙ্গোদকং'। (গর্ভ থেকে গর্ভের অন্ধকারে পিছিয়ে তাকেই দেখেছি, খিদের চোটে পাথরের রাজপথে বসে কাঁচা অক্টোপাস চিবোতে এবং দিনের শেষে বিষজ্বালায় ছটফটিয়ে মরতে।) আমার চোখে কিছু এড়িয়ে যায়নি।

যেমন যায়নি সুখী রাজকুমারের সেই আঁতকে-ওঠাটুকু। "আপনি একটি জরাগ্রস্ত লোককে দেখছেন কুমার।" সারথির ব্যাখ্যায় তার বিহ্বলতা কাটে কি? ...ওই বিরাট, বিকট, ফোকলা মুখখানি: কিংবদন্তীর ভাঙাচোরা শহর।

"যদি চোখের পাতা একইসঙ্গে বন্ধ করতে পারত নিপীড়িত প্রতিটি মানুষ, এই জগতটা জ্বলে উঠত দপ ক'রে"... জানি না কবির এই বচন মনে পড়ে গিয়েছিল কিনা শান্ত সেই রাজার। মনে আছে: পুত্রশোকে অধীর, অশীতিপর আত্মীয়রা স্বেচ্ছায় পুড়ে মরেছে এবং অরণ্য-আশ্রম থেকে সেই সংবাদ তার কাছে এইমাত্র পৌঁছেছে... নিজের দুটো চোখ সে তক্ষুনি বুজে ফেলেছিল: ক্ষোভে, শোকে, করুণায়, যুদ্ধজয়ের অপমানবোধে? বলতে অপারগ আমি। শুধু এই ছবিটাই তোমাদের বড়ো করে দেখাতে পারি।

তদন্ত

দ্বিগুণ বয়েসের কোন্-এক ভূতপূর্ব সার্জেনকে বত্রিশ বছরের ডক্টর রাধা ত্রিবেদী বিয়ে করেছে। খবরটা পেয়ে না-অবাক লাগল, না-কষ্ট হল কোনো। একটা আলো অনেকক্ষণ পর দপ ক'রে জ্বলে উঠল শুধু; আমি আমাকে সহসা এক মরচুয়ারিতে বসে থাকতে দেখি।

কলেজে সে আমার সহপাঠিনী ছিল। একমাত্র মেয়ে-বন্ধু বলাই সঙ্গত। তেমন কার সঙ্গেই বা সে-সময় মিশতে পেরেছি আমি? দর্প ও হীনমন্যতার দোটানায় দুলে দুলে বিশ্বাসের-অযোগ্য পাঁচটা বছর খুইয়ে ফেলি। রাধা প্রেম করত এক হবু-এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। ছেলেটিকে মাত্র একবার দেখি (আমার সামনে আনতে চাইত না)। খুবই লম্বা এবং পাশাপাশি হাঁটলে রাধার মাথা খুব কষ্টে তার কাঁধ অবধি পৌঁছয়- দৃশ্যটি উদ্ভট লেগেছিল ততদিনে আমি রাধাকে প্রোপোজ ক'রে 'আবার বললে অবশ্যই থাপ্পড় খাবি' শুনবার গ্লানি কাটিয়ে উঠেছি বলা চলে। বৃন্দা নামে আরেক সহপাঠিনীতে হাবুডুবু খাচ্ছি; সে-ও আমাকে এক বছরের জন্য প্রবল আশকারা দিয়েছিল। লাথিটা খাওয়ার পরে রাধারই ঘরের বিছানায় মুখ চেপে ফুঁপিয়ে-ফুলে অমন করা যে ঠিক হয়নি, বুঝেছিলাম তখনকার মতো অ্যালাউ করলেও আমার ফোনটোনগুলো ধরা সে একরকম বন্ধই ক'রে দেওয়াতে। এর পরেও অবশ্য একটা জঘন্য কাজ করেছি: আমাদের দুজনেরই প্রিয় জায়গা পার্ক স্ট্রিটের পুরনো কবরখানায় গিয়ে আগে থেকেই 'একটুও বাড়াবাড়ি করবি না এখানে এলেই দেখেছি তোর বাই চাপে' শাসানি-পাওয়া-সত্ত্বেও ওকে ব্যাকুলভাবে চুমু খেতে চেয়েছিলাম। অবাক লাগে, গোড়াতেই-বা আমাকে পাত্তা দিয়েছিল কেন! একই পথে দু'জনকে কলেজ থেকে ফিরতে হয় ব'লে, ফেরার-সময়টুকু তত একঘেয়ে লাগবে না ব'লে, কালেভদ্রে কলকাতা-গাইড হিসেবে নির্ভরযোগ্য ব'লে, ডিসপোজেবল ও প্রকৃতই-হার্মলেস ব'লেই আমাকে সহ্য ক'রে নিত? ('সবারই চোখ আছে সবাই দেখে হ্যাংলার মতো আমার পেছন পেছন ঘুরিস')। কখনো-(বৃন্দাকে)-ভুলতে-পারব-না মর্মে শোক করলে: 'বরং এখন থেকে নিয়ম ক'রে দু'ঘণ্টা স্যাড সং শুনিস রোজ'। আমিও অভ্যস্ত হয়ে গেছিলাম- জ্বলবার সুখ আমার বেড়েই চলেছিল। অনেক পর তাই যখন তাকে সম্পূর্ণ আলুথালু দেখি- সাংঘাতিক চমক লাগে।

আট বছর আগের একটা সন্ধ্যের কথা। নিজের অবস্থা ছিল শোচনীয়: খবর-কাগজের অফিসে মোটামুটি চাকরি পেয়েও তৃতীয় মাসে মাথা গরম ক'রে ছেড়ে দিয়েছি এবং এতই হন্যে যে হাজার টাকা বেতনে হপ্তায় চারদিন টিউশন পড়াতে যাচ্ছি। যা কখনো দিইনি সেই পিএইচডি-র পরীক্ষা দেওয়ারও একটা অকথ্য তাগিদ এসেছিল; 'মনোসমীক্ষণের আলোকে বৈষ্ণব পদের যৌনতা' নিয়ে রিসার্চ-রত রাধা ত্রিবেদীর নামের আগে ড বসতে তখনও তিনবছর বাকি। প্রতিশ্রুত ছিল আমাকে তার মূল্যবান নোট-ভর্তি চারটি খাতা ফোটোকপির জন্য দেবে। ফোনেই তার মধ্যে কিছু বদল খেয়াল করি (আগাগোড়া নরম স্বরে সে কথা বলেছিল)। ...যদিও পরীক্ষা-টরীক্ষা বাজে কথা- রাধা কেমন আছে- রাধাকে কেমন দেখাবে- সে কেমন আচরণ করবে এতদিন পর- এই ছিল আমার কারণ। ততদিনে আমি হাত কেটেছি একবার (এখনও দাগ রয়েছে), সুইসাইড নোট লিখেছি তিনটে (কোনোটাই পছন্দ হয়নি), ডিপ্রেশনের ওষুধ খাচ্ছি নিত্য চারখানা (এখনও ছাড়তে পারিনি), আরো একটি প্রেমে লাথি খেয়েছি (এখানে অপ্রয়োজনীয়), মাথার চুল দৃষ্টিকটু ভাবে উঠতে শুরু করেছে এবং চোখের তলায় পুরু হয়ে বসে গিয়েছে কালি।... 'রাধা আমাকে করুণা করবে', এই চিন্তাও কি এসে থাকেনি? 'এবং যদি করুণাও করে করুক না', ভেবে জ্বালাভরা সুখও পেয়েছি, 'তবু কিছু তো করল একটা!'

কিন্তু মূলত দুটি সংবাদ পেয়ে- মাতৃহীন রাধার বাবা সদ্যই হার্টের মস্ত বিপদ কাটিয়ে উঠেছেন এবং রাধার অতদিনের প্রেমিকটি গেছে হড়কে- এবং এতে তার বিচলিত হওয়া সাজে - ফলে বেশি বিরক্ত করা ঠিক হবে না- ওর ঘরে বসে দ্রুতই এই সিদ্ধান্তে এসেছি। হকচকিয়ে গেলাম যখন পাগলাটে হেসে রাধা জীবনে প্রথমবারের মতো আমাকে আমার-যৌনজীবন-কেমন-কাটছে জানতে চায়।
জ্ঞানত ও ধর্মত মিথ্যে বলিনি। আশ্চর্য, আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি হয়নি। বলবার কথাও ছিল সংক্ষিপ্ত। অতঃপর সে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে এবং মেঝের দিকে চেয়ে যেন স্বগতোক্তি করছে এমনভাবে বলে,
'আমার কিন্তু কিছু হয় না। আর কিছু জাগে না।'
এবং হায়! ওর বাবা অতখানি বুকের অসুখ নিয়েও ঠিক ঐসময়ই বিড়াল-পায়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে দরজা ফাঁক ক'রে দেখেন মেয়ে তাঁর ঠিকঠাকই আছে (রাধার সঙ্গে তক্ষুনি লিপ্ত হয়েছি ভেবে আত্মকরুণায় গা গুলিয়েছিল) এবং 'মুরারী তো হ্যাঁ চিনব না কেন ভালো আছ অনেক দিন পর আহ্ চেহারাটা খারাপ দেখছি যাক গল্প করো' জানিয়ে নেমে যান। ...পিছনে একবারও না-ফিরে, কিছুই যেন ঘটেনি এমন ভান ক'রে, সম্পূর্ণ শাদা চোখে, রাধা আরো বলতে থাকে।
...'আরো চেপে ধরাতে যখন ও বলল ফ্রিজিড, সত্যি ক্ষেপে গেছিলাম। নিজেরই তারপর প্যানিক হল। একে-তাকে বললাম। নানা জন নানা কিছু বলল। অনেক পর্নও দেখলাম। আসলে কিচ্ছু না, স্রেফ কাটিয়ে দেওয়ার জন্য বলেছিল। তারপর আরেকটা প্রেম করলাম, একদম ঝোঁকের মাথায়। শোওয়াটোওয়া হল কয়েকদিন। তারপর নিজেরই আর কিছু ভালো লাগছিল না। আরো একটাকে ধরলাম, ভালোই চলছিল। হঠাৎ দুটোকেই তাড়ালাম। ওকে মাঝরাতে ফোন ক'রে অনেক কাঁদলাম, ফিরে এসো ফিরে এসো। এলও। এই ঘরেই...। অসম্ভব ভালো লাগছিল। করার পর বলল, ওর রেজিস্ট্রিও হয়ে গেছে। আমি যেন শুনিইনি, বললাম আবার করো আমাকে। করলও। তারপর চলে গেল। ক'দিন পরই দেখলাম- আমার আর কিছু হচ্ছে না।'
উদভ্রান্ত চোখে আমার মুখটা আবার দে'খে, যেন প্রথমবার দেখছে, রাধা আরো কিছু বলতে চেয়ে অনেকখানি ঝুঁকে পড়ল (নাইটির ফাঁকে স্পষ্ট তার বুক দেখলাম, বুকের বোঁটা দেখলাম), শুনলাম তার হিসহিসে স্বর,
'আর ওরা কেমন, যাদের কাছে যাস?'
'কী কেমন?' নির্বোধের মতোই বললাম।...'কীসের কেমন?'

অবসাদ-ভ'রে দেওয়ালে হেলান দিল। দু'জনেই মেঝেতে বসেছিলাম- মুখোমুখি- আমি পিঠ দিয়েছিলাম খাটে।... মুড়ে-রাখা পা-দু'টো বিসদৃশভাবে ফাঁক ক'রে ধরল, প্যান্টি পরার প্রয়োজন বোধ করেনি এবং ওর যোনির প্রত্যেকটা চুল যে আমি দেখতে পাচ্ছি এতে সত্যিই ওর কিছু এসে যায় না। একটা হাই তুলল, নিজের মুখে তুড়ি দিল, আমার বদলে ঘুরন্ত সিলিংপাখার দিকে চেয়ে শুধোল,
'কেমন করে ওরা?'
ভাবলাম বলি 'সত্যি ক'রে বল কুন্তী কী ক্ষতি আমি করেছি তোর'; ভাবলাম ঠাটিয়ে থাপ্পড় মারলে কেমন হয়; ভাবলাম দু'হাতে ওর কাঁধদু'টো ধ'রে প্রবল ঝাঁকাই। বদলে মুখ থেকে বেরোল,
'খারাপ না। কেউ কেউ বেশ হেল্পফুল। কেউ একদম মড়ার মতো শুয়ে থাকে। কখনো কখনো তো আমারই দাঁড়ায় নি।'
যেন সব বুঝে ফেলেছে এমন একটা ফিচেল হাসি ফুটল। চোখ পিটপিট করল। ক্রমে আরো জটিল আরো কুটিল হয়ে উঠল তার মুখ।
'আমাকে লাইন মারতিস খুব, মনে পড়ে?'
আমিও অল্প হাসলাম। বিচক্ষণের হাসি, যার উত্তরে হ্যাঁ না কিছুই বোঝায় না।
'আমি তোকে আসলেই অপছন্দ করতাম।'
হাসি ধরে রাখলাম। আবার -যেন চমকে উঠে- প্রথমবারের মতো রাধা আমায় দেখল।
...চারটে মোটা খাতা ব্যাগে ভ'রে যখন চৌকাঠ পেরোচ্ছি, রাধার চোখদু'টো চিকচিক করতে দেখি। ভুল হতে পারে। হয়তো আমার মনই ল্যান্ডিং-এর সামান্য আলোয় বিভ্রম তৈরি হতে দিচ্ছিল। বিদায় জানানোর শারীরিক শক্তি ছিল না, রাস্তায় পা রেখেছি মাত্র, রাধার হিসহিসে গলায় শেষবার শুনলাম,
'ওগুলো আর ফেরত দিতে হবে না। ওগুলো তুই রেখে দিস। ছুতো ক'রে এখানে আবার আসবার দরকার নেই।'
তাকাব না ভেবেও মুখ ফেরালাম। বন্ধ, দু'টো কাঠের কপাট শুধু।
...আমার মাথা ঘুরছিল। শরীর জ্বালা করছিল। টলতে টলতে এগোচ্ছিলাম। ...গলির বাঁকটা যখন ঘুরব- রাধার বাড়িটা যখন চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে- আবার কী-ভেবে মুখ ফেরাই। দোতলার ঘরটায়- যে ঘরে এইমাত্র আমরা বসেছি- ফ্লুরোসেন্ট বাতি আর জ্বলছিল না।... জানলায় ঝুপসি হয়ে নাইটির ভেতর দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্যই, আমাকেই দেখছে।

সেই খাতাগুলো ফেলিনি। বইটইয়ের তলায় চাপা পড়ে থাকবে। খুঁজলে হয়তো পাব, কিন্তু কেন খুঁজব? ...পিএইচডি-র সেই পরীক্ষায় কখনোই পাস করতে পারিনি। অনেক ঘাটের জল খেয়ে এখন একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়াই। গতকাল- অনেকদিন পর বইপাড়ায় গেছি- দেখা হ'তে এক প্রাক্তন সহপাঠী (পুং)- বেশ কিছুক্ষণ ভাটিয়ে হঠাৎই রাধার খবরটা দিল। আমার এ নিয়ে বলবার কিছুই ছিল না, তাই কিছুই বলিনি। ...আট বছর আগেই রাধার নিজস্ব মরচুয়ারিতে, রাধার মুখোমুখি ব'সে, রাধার নগ্ন চোখের সামনে, পরস্পর কৃপা চাইছে এমন দু'টো নেক্রোফিলকে আমি ঠিক ঠিক শনাক্ত করেছিলাম।

আদিদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৯৪। বাড়ি কোন্নগরে। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় অনার্স। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন স্নাতকোত্তর পর্বে। আদিদেবের নেশা বই ও ফিল্ম। কিছু কবিতা ও গদ্য পত্রপত্রিকায় ও আন্তর্জালিকায় প্রকাশিত। কৌরব অনলাইনে ওঁর কবিতা পূর্বপ্রকাশিত।